ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]
প্লট:ই-৪/এ,ব্লক:সিভিকসেক্টর,সেকশন:আগারগাঁও, ঢাকা
www.islamicfoundation.gov.bd

সরকারের বিগত ২০০৯-২০১৬ (অক্টোবর) সময়ের ৮ (আট) বছরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর উল্লেখযোগ্য অর্জন/সাফল্যের প্রতিবেদন ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর আওতাধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। সুপ্রাচীন কাল থেকে এ দেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের লালন ও চর্চা হয়ে আসছে। ইসলামের এই সমুন্নত আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশবলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম ১৪ টি বিভাগ, ৮ টি বিভাগীয় ও ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং ৪৯টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমান সরকারের বিগত ২০০৯-২০১৬ (ডিসেম্বর) পর্যন্ত ৮ (আট) বছরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর বিভিন্ন বিভাগ, শাখা-সেল ও প্রকল্পে বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য অর্জন সাফল্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের অর্জন/সাফল্য চিত্র ঃ

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিরসনে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ঃ

বাংলাদেশসহ সাম্প্রতিক বিশ্বের অন্যতম একটি সমস্যা হচ্ছে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ। বর্তমান সরকারের আমলে (২০০৯-২০১৬) দেশ থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে ঃ-

(ক) সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে জুম্মার খুৎবায় নিয়মিত বক্তব্য প্রদান করা হচ্ছে। দেশের সকল মসজিদের ইমাম ও খতীবগণকে জাতীয় মসজিদের খুৎবার অনুসরণে জুম্মার খুৎবা প্রদানের জন্য আহবান করা হয়েছে।

(খ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর বিভাগীয় জেলা, উপজেলা, পর্যায়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী মনিটরিং কমিটির উদ্যোগে নিয়মিত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী প্রচারণার জন্য ইমাম, খতীব, আলেম, ওলামাদের সমন্বয়ে মত বিনিময় সভা, পথর্যালী, সেমিনার এবং সমাবেশের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ এবং দাওয়াতী মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপবিষ্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আ.হ.ম মুস্তফা কামাল এফ.সি.এ (লোটাস কামাল)।

(গ) ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর অধীনে ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ইমামগণকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

(ঘ) দেশব্যাপী সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিরসনে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার-প্রসারে ইসলামী দাওয়াতী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(ঙ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বর্তমান সরকারের রাজস্ব অর্থায়নে "জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম" শীর্ষক ০২ (দুই) বছর মেয়াদী একটি কর্মসূচি (২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বছর) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। কর্মসূচীর আওতায় ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরী করে প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনগণকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সচেতন করার উদ্যোগ নেয়া হয়। "জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম" শিরোনামে মোট ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) কপি পুস্তিকা মুদ্রণ করে বাংলাদেশের প্রতিটি মসজিদসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ৯৮৫টি, বিভাগ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১০১২টি, বিভাগীয় পর্যায়ে ৭টি এবং জাতীয় পর্যায়ে ০২(দুই) বছরে মোট ২০০৫টি সেমিনার/কনফারেন্স/অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা হযেছে। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভাগ/জেলা/উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনসহ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ এবং খতীব সম্মেলন ২০১৬-এ ভাষণরত প্রধান অতিথি জনাব আনিসুল হক, মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

বিভিন্ন দিবস উদযাপন, সম্মেলন-এর আয়োজন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন

(১) ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন ঃ

ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশবলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ইতিপূর্বে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়নি। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুপ্রেরণা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত প্রতি বছর ২২ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতি বছরই ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী-উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর কার্যক্রমকে বেগবান অনুপ্রেরণা প্রদান করেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ৪১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, জাতীয় খতিব সম্মেলন এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, জাতীয় ইমাম সম্মেলন, শ্রেষ্ঠ ইমাম ও জাতীয় শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের অনুষ্ঠান-২০১৫-এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ৩৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ২২ মার্চ ২০১১ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

(২) জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম বার্ষিকী উদযাপন ঃ

১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন (২০০৯-২০১৬ পর্যন্ত) শিশু সমাবেশ, আলোচনা সভা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজনসহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে আসছে।

১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে "শিশু সমাবেশ-২০১২"-এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন এম.পি. ।

(৩) জাতীয় শোক দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উদযাপন ঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে (২০০৯-২০১৬ পর্যন্ত) দেশব্যাপী কোরআনখানি, দোয়া ও মাহফিল, শিশু-কিশোরদের হিফজ ও রচনা প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে।

জাতীয় শোক দিবস ২০১০ ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে দেশব্যাপী আয়োজিত হিফজ ও রচনা প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান।

জাতীয় শোক দিবস ২০১৫ ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪০তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে “বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম” শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহবুব উল আলম হানিফ, এম.পি।

(৪) শেখ রাসেল-এর ৫২ তম জন্ম বার্ষিকী উদযাপন ঃ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল-এর ৫২ তম জন্ম দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ও স্মৃতি জাদুঘর-এর যৌথ উদ্যোগে ১৮ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে শিশু সমাবেশ, আলোচনা সভা, জাতীয় পতাকা অংকন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন এবং দিনব্যাপী বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল-এর ৫২ তম জন্ম দিবস উদযাপন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ও স্মৃতি জাদুঘর-এর যৌথ উদ্যোগে ১৮/১০/২০১৬ তারিখে আয়োজিত শিশু সমাবেশ, আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর ৫২ তম জন্ম দিবস উদযাপন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত ১৮ অক্টোবর-২০১৬ শিশু-কিশোর সমাবেশে দিনব্যাপী বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান।

(৫) জাতীয় ইমাম সম্মেলনের আয়োজন ঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অন্যতম একটি বিভাগ হচ্ছে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী । এর ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানদানের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে উপার্জনক্ষম এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার মত উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই ইমাম প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করণের জন্য মসজিদের ইমাম, খতিব ও মুয়াজ্জিনগণকে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে ইমামদের নিয়ে সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে। ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত ২০০৯-২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ের ইমাম সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ইমামদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ইমামদের জাতীয় সম্মেলন-২০১০-এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ইমামদের পুরস্কার বিতরণ করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

<u>(৬) জাতীয় শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন ঃ</u>

শিশু-কিশোরদের মাঝে ইসলামের শিক্ষার প্রসারের অংশ হিসেবে প্রতি বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশন জেলা, বিভাগীয় পর্যায় থেকে প্রতি বিজয়ীদের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এরই প্রেক্ষিতে ২০০৯-২০১৬ সাল পর্যন্ত শিশু-কিশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জাতীয় শিশু-কিশোর প্রতিযোগীতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ইমামদের পুরস্কার বিতরণ করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

এক নজরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর বিভাগওয়ারী উল্লেখযোগ্য অর্জন/সাফল্যের তথ্য ঃ

প্রশাসন বিভাগ ঃ

কর্মকান্ডের বিষয়	পরিমাণ/সংখ্যা	মন্তব্য
(ক) কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ	২০১ জন	ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সহায়ক
(খ) কর্মকর্তা-কর্মচারী পদোন্নতি	১৪৬ জন	ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সহায়ক
(গ) ইসলামিক মিশন বিভাগের জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন	৪০ টি	ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সহায়ক
(ঘ) মসজিদ পাঠাগারের সমাপ্ত প্রকল্পের পদ ও জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর	৫ জন	
(ঙ) মসজিদ পাঠাগার বিভাগের জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন	২টি	ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সহায়ক
(চ) বিভিন্ন বিভাগের জন্য নতুন পদ সৃজন	৭টি	ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সহায়ক
(ছ) ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স কার্যক্রমের জন্য রাজস্ব খাতের পদ সৃজন	৩১ টি	ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সহায়ক

সমন্বয় বিভাগ ঃ

কর্মকান্ডের বিষয়	**পরিমাণ/সংখ্যা**	**মন্তব্য**
(ক) জাতীয় ও ইসলামী গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান	৩৬৮৭ টি	ইসলাম প্রচার ও প্রসারসহ সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
(খ) মহিলা অনুষ্ঠান	৮০০ টি	ইসলামে নারী অধিকার ও সরকারী নারী নীতি বাস্তবায়নে সহায়ক এবং যাকাত সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করা।
(গ) রমজানের তাফসীর মাহফিল	৪৮৪১ টি	রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরতে সহায়ক
(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক অনুষ্ঠান	৩৬৯০ টি	ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ইসলামিক আদর্শ তুলে ধরতে সহায়ক
(ঙ) জাতীয় শিশু কিশোর প্রতিযোগিতা (উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়)	২,৭৯৭ টি	শিশু-কিশোরদের ইসলামিক জ্ঞান অর্জনে সহায়ক
(চ) জাতীয় পর্যায়ে শিশু কিশোর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান	৪ টি	
(ছ) জাতির জনকের জন্ম ও শাহাদাত বার্ষিকী উদযাপন	৬৩৮৫ টি	জাতির জনকের নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত করা
(জ) যৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন	২৮৮ টি	যৌতুকের অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে সহায়ক
(ঝ) সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সভা সমাবেশ ও মসজিদে প্রাক খুতবা আলোচনা	১১৭৭৬টি	দেশ থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল করতে সহায়ক
(ঞ) সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে লিফলেট বিতরণ	৪২,০০,০০০	
(ট) নারী অধিকার মর্যাদা রক্ষায় আলোচনা সভা	৬৬৫৬ টি	নারী অধিকার বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন
(ঠ) নারী অধিকার মর্যাদা রক্ষায় মসজিদ মাদ্রাসায় ও সর্বস্তরের	২৫,০০,০০০	ইসলামের আলোকে নারীদের

মুসল্লিদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ		মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকরণ
(ড) মানব সম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ	৮৬৪ টি	দেশের উন্নয়নে সহায়ক
(ঢ) ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস	৪৮০ টি	জাতীয় শিশু দিবসের প্রচার
(ণ) ঈদ-উত্তর শিশু অনুষ্ঠান	৬৪ টি	শিশুদের জন্য ঈদ পুর্নমিলনী
(ত) ২২ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন	৬৫ টি	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক
(থ) জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে চাঁদ দেখা কমিটির মিটিং	৩,৭০৮ টি	আরবী মাসের দিন ও তারিখ নির্ধারণে সহায়ক
(দ) জেলা কার্যালয়ে ভবন নির্মাণের জন্য জমি প্রাপ্তির জেলার সংখ্যা	১২ টি	নিজস্ব ভবন নির্মাণের মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা
(ধ) মাঠ পর্যায়ের আলেম-ওলেমাদের সাথে জাতীয় ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মত বিনিময় সভা	২৪,১৯২টি	মাঠ পর্যায়ে সমস্যা সমাধানে গণসচেতনতা সৃষ্টির সহায়ক

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী ঃ

কর্মকান্ডের বিষয়	পরিমাণ/সংখ্যা	মন্তব্য
(ক) ইমামদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ (৪৫ দিন), রিফ্রেসার্স কোর্স (৫ দিন) (২৭,৫৮২+১৩,৪৫০)	৪১,০৩২ জন	ধর্মীয় ও আর্থঃ সামাজিক উন্নয়নে অবদান
(খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ (২৫০+৫৫১)	৮০১ জন	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা
(গ) কর্মকর্তা- কর্মচারী, ইমাম ছাত্র/যুবকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	৭,৭৮৭ জন	
(ঘ) জেলা, বিভাগীয়, জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইমাম ও খামারীদের পুরস্কার প্রদান (১৭২৮+৫১২)	২,২৪০ জন	ইমামদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়ক ইমামদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার উৎসাহ প্রদান
(ঙ) এল.ও.আই. প্রশিক্ষণ প্রদান (ইমাম)	১০,১৮৫ জন	--
(চ) উপজেলা, জেলা, বিভাগীয়, জাতীয় পর্যায়ে ইমাম সম্মেলন	২৩০৮টি	ইসলামের প্রচার, প্রসার ও ইমামদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন

ইসলামিক মিশন ঃ

কর্মকান্ডের বিষয়	পরিমাণ/সংখ্যা	
(ক) চিকিৎসা কার্যক্রম (এ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার, চক্ষুশিবির, টঙ্গী শিশু হাসপাতাল)	৮১,০২,৭৩৮ জন	দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুঃস্থ ও দারিদ্রপীড়িত জনসাধারণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
(খ) নতুন করে ইসলামিক মিশন কেন্দ্র স্থাপন ঃ	১৭ টি	বর্তমান সরকারের আমলে উল্লেখিত স্থানসমূহে ১৭টি ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান।
(গ) রাজাপুর, ঝালকাঠি ইসলামিক মিশন হাসপাতাল নির্মাণ	১ টি	সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।
(ঘ) আগারগাঁওস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভবনে ইসলামিক	১ টি	সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে

মিশন সেবা কেন্দ্র স্থাপন		চিকিৎসা সেবা প্রদানের পথ সুগম হয়েছে।
(ঘ) জাতীয় ধর্মীয় দিবস উদযাপন	৫,৮৮২ টি	ইসলামের প্রচার-প্রসার ও দেশপ্রেম সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতীয় দিবস পালনসহ সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
(ঙ) উদ্বুদ্ধকরণ মাহফিলের সংখ্যা	৯৯৯ টি	
(চ) সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ অনুষ্ঠান	১৯৭ টি	
(চ) মিশন কেন্দ্রে রোপিত গাছের সংখ্যা	৭,৯৮০ টি	নবী করীম (সা:) বৃক্ষরোপনকে সদকায়ে জারিয়া হিসাবে উল্লেখ করেছেন। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষরোপন একান্ত আবশ্যকীয় বিধায় ইসলামিক মিশন কেন্দ্রসমূহে ফাঁকা জায়গায় বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।
(ছ) মক্তব/নৈশ মক্তব ও এবতেদায়ী মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণকারীর সংখ্যা	১০০০২৫ জন	নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মসজিদ ভিত্তিক মক্তব মাধ্যমে (সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষাসহ) প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান। এবতেদায়ী মাদ্রাসার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রাথমিক, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।

দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ ঃ

কর্মকান্ডের বিষয়	পরিমাণ/সংখ্যা	মন্তব্য
(ক) ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন ঃ	৮০ টি	ইসলাম প্রচারের সহায়ক
(খ) পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন	১১০ টি	
(গ) আন্তর্জাতিক ক্বিরাত, হিফ্‌জ ও তাফসীর প্রতিযোগিতার প্রার্থী প্রেরণ	৩২ টি	ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার, ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদযাপন, সাহাবায়ে কিরাম(রা), মুসলিম মনীষী ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের স্মরণ সভা এবং ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, তাফসীর, দরসে হাদীস, বিষয়ভিত্তিক ওয়াজ-মাহফিল, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) প্রভৃতি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও পরিচালনা, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য কিরআত ও হিফয প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী বাছাইসহ ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের
(ঘ) চাঁদ দেখা কমিটির সভা বাস্তবায়ন	৯৪ টি	
(ঙ) বিষয় ভিত্তিক আলোচনা সভা	১৩০০	
(চ) সেমিনার ও বিশেষ ওয়াজ মাহফিল	৬০ টি	

		লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।
(ছ) দুর্নীতি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ কার্যক্রমে ভূমিকা	৭০ টি	দুর্নীতি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক
(জ) বিদেশী মেহমানদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন এবং তেলাওয়াতের জন্য আয়াত ও ক্বারী নির্বাচন	৯৭ টি	--
(ঝ) মাহে রমযানে তাফসীর মাহফিল	১২০ টি	রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরতে সহায়ক
(ঞ) জুমু'আ পূর্ব আলোচনা	২০৮ টি	ইসলাম প্রচার, প্রসার ও সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সহায়ক
(ট) ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভাষা ইনস্টিটিউট	৩২০ টি	--
(ঠ) ও আই সি ফিকাহ একাডেমী ও আল আযহারের সাথে যোগাযোগ	১৮টি	বিভিন্ন সংস্থার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক
(ড) হজ্জযাত্রী সংগ্রহ ও তাদের প্রশিক্ষণ	৬৫৬ টি	সরকারী হজ্জনীতি বাস্তবায়ন
(ঢ) ঈদের জামাআতের ব্যবস্থাপনা ঃ জাতীয় ঈদগাহ সহ	৪৮ টি	--
(ণ) অন্যান্য সংস্থায় ওলামা ও বিচারক প্রেরণ	৩৫	ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক
(ত) আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও কর্মশালায় প্রতিনিধি প্রেরণ	২৫	
(থ) মহিলা শাখার কার্যক্রম	২৪০ টি	মহিলাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও প্রসার

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস ঃ

কর্মকান্ডের বিষয়	পরিমাণ/সংখ্যা	মন্তব্য
(ক) মুদ্রণের জন্য ৯ কেটাগরীর মেশিন ক্রয়	১০ টি	ইসলামী পুস্তক ও পত্রপত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারে সহায়ক ভূমিকা রাখা হয়। উল্লেখিত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রেসের কাজের পরিবেশ উন্নত হয়েছে, কর্মদক্ষতা বেড়ে গেছে। মেশিন, কম্পিউটার, ক্যামেরা, প্লেট ও প্রসেস বিভাগে প্রয়োজনীয় শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। কর্মচারী/শ্রমিকদের কাজের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।
(খ) কম্পিউটার, মেটাল ডিটেক্টর মেশিন, সিসি ক্যামেরা, এয়ার কন্ডিশনার, ডিজিটাল ক্যামেরা	১৭ টি	
(গ) পিকআপ ভ্যান	০১ টি	
(ঘ) বই ছাপানো		
(ঙ) আধাপাকা টিন সেড ভবন নির্মাণ (বাঁধাই কাজের জন্য)	০১টি	প্রেসের বাইন্ডিং-এর কাজ করা সহজ হয়েছে।

যাকাত বোর্ড ঃ		
১) জেলা ও বিভাগের মাধ্যমে আদায়কৃত যাকাতের অর্থ বিতরণ	১১,৭৮৭ জন	সমাজের অসহায় দুঃস্থ, দরিদ্র শিশুদের বিনামূলে চিকিৎসা প্রদান, দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা, দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, প্রতিবন্ধীদের পূনর্বাসনে সহায়তা প্রদান, নওমুসলিমদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা, বৃক্ষ রোপন ও হাস-মুরগী পালনে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্টিকে সহায়তা করা।
২) যাকাত বোর্ড শিশু হাসপাতাল-১টির মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা	৩,১০,০১০ জন	
৩) সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম- ২৩টি কেন্দ্র	১৫,২৯৭ জন	
৪) সেলাই প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী দুঃস্থদের মধ্যে সেলাই মেশিন প্রদান	১,৮৭৮ জন	
৫) দুঃস্থদের কর্মসংস্থান কার্যক্রম (পুরুষ)	১,৫৪০ জন	
৬) নওমুসলিম স্বাবলম্বীকরণ কার্যক্রম (পুরুষ ও মহিলা)	৪৪৭ জন	
৭) যাকাত ভাতা প্রদান (পুরুষ ও মহিলা)	১,৮৩০ জন	
৮) শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান	২,৩৫০ জন	
৯) দুঃস্থ ও গরীব রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা কার্যক্রম	১,৯২৫ জন	
১০) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন (গভীর নলকূপ ও স্যানিটেশন)	৭,০৩৩ জন	
১১) বৃক্ষরোপন কার্যক্রম	৩,৯৬৮ জন	
১২) ৩টি পার্বত্য জেলার জন্য বিভিন্ন খাতে থোক বরাদ্দ	৮৫৫ জন	
১৩) প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন অর্থ বিতরণ	৬২০ জন	
ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট ঃ		
(ক) ঋণ বিতরণ (৬৪ বিভাগ/জেলায়)	২১৭০ জন	অসহায় দুঃস্থ দরিদ্র ইমামদের সাবলম্বী করে গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান

পরিকল্পনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতের প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবীক্ষণ, প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প কার্যালয়কে সহযোগিতা প্রদান, উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি, মনিটরিং, সুপারভিশন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী বিভাগ ঃ

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী বিভাগে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ৪ তলা বিশিষ্ট ভবন স্বতন্ত্র ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসার, ইসলামী বই পাঠ্যভ্যাস সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশী/বিদেশী বাংলা-ইংরেজী পুস্তক- পুস্তিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। ১০টি লিফট, জেনারেটর, সিসি টিভি (ক্যামেরা) সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণা,প্রকাশনা, অনুবাদ ও সংকলন এবং বিশ্বকোষ বিভাগ ঃ

গবেষণা,প্রকাশনা, অনুবাদ ও সংকলন এবং বিশ্বকোষ বিভাগ কর্তৃক ৬৯৩ টি পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।গবেষণা বিভাগ থেকে " ইসলমিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা" শিরোনামে ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা,প্রকাশনা বিভাগ থেকে মাসিক অগ্রপথিক পত্রিকা, মাসিক সবুজপাতা পত্রিকা (শিশু কিশোরদের জন্য) নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

(৭) আইসিটি সেল ঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটাল রূপান্তর ও ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩৫১টি কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, ৮৪৯জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, সফ্‌টওয়ার উন্নয়ন নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করাহয়।

(ক) ২০১৩ সালে সমাপ্ত 'ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটালে রূপান্তর ও ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য ও কার্যক্রম চলমান রাখার লক্ষ্যে দক্ষ জনবল দ্বারা একটি আইসিটি সেল স্থাপন করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৩টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ৩টি ল্যাবে মোট ১০০টি কম্পিউটার সংযোজন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত ডিজিটাল আর্কাইভস কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য ডিজিটাল আর্কাইভস স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

(খ) ইসলামী দাওয়াতী কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে আলেম-ওলামাসহ সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়সহ ৭টি বিভাগীয় কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের মসজিদ, মাজার, খানকা, হাফেজ ও ইমামদের তথ্য সমৃদ্ধ ডাটাবেইজ সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে।

(গ) কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য Human Resource Management System (HRMS) , Aecounts Management System এবং মসজিদের তথ্য ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে হালনাগাদ তথ্য পাওয়ার পথ সুগম হয়েছে।

(ঘ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর আইসিটি সেল-এর মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক মনোনীত আলেমগণ মোবাইল ফোনে নিয়মিত ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদ জবাব প্রদান করছেন।

(ঙ) আইসিটি সেলের নিয়ন্ত্রণাধীন ডিজিটাল স্টুডিও এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান ধারণ করে বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন বেসরকারী টিভি চ্যানেল-এ নিয়মিত প্রচার করে হচ্ছে।

হালাল সনদ বিভাগ ঃ

হালাল সনদ বিভাগের অধীনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজার এবং বিশ্ব বাজারে হালাল খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধন সামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যালস এর ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বহুজাতিক কোম্পানীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ প্রদান করছে। এর মাধ্যমে আর্ন্তজার্তিক হালাল পণ্যের বাজারে বাংলাদেশের প্রবেশ ঘটছে, যার মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাপকতর হবে।

বায়তুল মোকাররম মসজিদ ঃ

ক) সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এবং সৌদি সরকারের অর্থায়নে ৮.৩০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত সাত তলাবিশিষ্ট এ মসজিদের শোভা বর্ধন এবং উন্নয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে মূল মসজিদ এবং উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব সাহান মিলিয়ে সর্বমোট পঁয়ত্রিশ সহস্রাধিক মুসল্লী একত্রে নামায আদায় করতে পারেন।

খ) বিগত ২৯/০১/২০০৯ তারিখে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ দিকের সাহান, সুদর্শন মিনার, নিচতলাস্থ মহিলাদের জন্য নামাযের জায়গা, বেইজমেন্ট ফ্লোর ইত্যাদি স্থাপনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক শুভ উদ্বোধন করা হয় এবং মুসল্লীদের ব্যবহারের জন্যে তা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

পেনশন স্কীম চালু ঃ

২০১৪ সালের ৭ জুলাই ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পেনশন স্কীম চালু করা হয়। উক্ত স্কীমের আওতায় পেনশন প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

***ইসলামিক ফাউন্ডেশন জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়ে ৯টি নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।**
***৫টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।**

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও সাফল্যের তথ্য চিত্র ঃ

১। ‘‘মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম” প্রকল্প ঃ

‘‘মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম” প্রকল্প ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বৃহৎ প্রকল্প। বর্তমানে ‘‘মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম”(প্রকল্প) মসজিদের ইমামগণ মসজিদ কেন্দ্রে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদেরকে বাংলা, অংক, ইংরেজী, আরবী, নৈতিকতা ও মূল্যবোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দানের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মোট ৭বছরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ৪৬ লক্ষ ৮০ হাজার, সহজ কুরআন শিক্ষাস্তরে ৩১ লক্ষ ২৯ হাজার এবং বয়স্ক শিক্ষাস্তরে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪০০ জনসহ সর্বমোট (৪৬৮০০০০+৩১২৯০০০+১৩৪৪০০)=৭৯ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪০০_জন শিক্ষার্থীকে সাক্ষরতার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং চলমান শিক্ষাবর্ষ-২০১৬ সমাপ্ত হলে ৩টি শিক্ষাস্তরসহ আরও ১৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ২০০ সহ সর্বমোট (১৬৫৭২০০+৭৯৪৩৪০০)= ৯৬ লক্ষ ৬০০ জনকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হবে।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের বই বিতরণী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথী হিসেবে উপস্থিত আছেন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের শিক্ষকদের সমন্বয়ে দিনব্যাপী দাওয়াতী মাহফিল ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মতিউর রহমান।

এছাড়াও প্রকল্পের নব্য ও স্বল্প শিক্ষাপ্রাপ্তদের জন্য জীবনব্যাপী (অব্যাহত) শিক্ষা চর্চা ও বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারাদেশে ২০৫০টি রিসোর্স সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে।

উক্ত শিক্ষার পাশাপাশি গত ৩০/১২/২০১৪ইং তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম(৬ষ্ঠ পর্যায়) প্রকল্প অনুমোদনকালে প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত অন্যান্য গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে ''বাংলাদেশের যেসকল এলাকায় স্কুল নেই সেখানে এ প্রকল্পের মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষায় অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে'' মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ৬৩ জেলা(ঢাকা জেলা বাদে) মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় প্রত্যন্ত অঞ্চল, হাওড়-বাওড়, দ্বীপ ও চরাঞ্চল এবং নদী-ভাঙ্গন এলাকা সমূহের মধ্যে যেখানে ১.৫কিলোমিটারের মধ্যে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই সেসব অঞ্চল/এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য প্রত্যেক উপজেলায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি ৫টি করে ''দারুল আরকাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন(প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম)'' কার্যক্রম চলমান ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে চালু করা হয়েছে এবং তা পর্যায়ক্রমে ১ম শ্রেণি হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আরও উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে" সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন শীর্ষক টাস্কফোর্স-এর ১৮-০৩-২০১৫ তারিখের ১ম সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিশুদের কুরআন শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি আরবী ভাষা শিক্ষা প্রদানের জন্য মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষায় আরবী ভাষা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদানের প্রেক্ষিতে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম(৬ষ্ঠ পর্যায়)'' শীর্ষক প্রকল্পে আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু/প্রদানের নির্দেশনা বাস্তবায়নে ৩টি পুস্তক মুদ্রণ বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৭৬ হাজার ৬ শত ৬০ জন জনবলের নিয়মিত ও ও অনিয়মিতভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

মা মেয়ে বউ শাশুড়ি পড়ছেন একই ক্লাসে

গৌরনদীর ব্যতিক্রমী শিক্ষাকেন্দ্র

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের একটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে মা মেয়ে ও বউ-শাশুড়ি একই সাথে একই শ্রেণিতে শিক্ষা গ্রহণের পত্রিকা ভিত্তিক দৃশ্য।

২। মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প ঃ

মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলা এবং ৪৭৭টি উপজেলা মডেল মসজিদ পাঠাগার, ৪ হাজার নতুন পাঠাগার স্থাপন, ৭ হাজার পুরাতন পাঠাগারে পুস্তক পুনঃসংযোজন, ৪ হাজারটি প্রতিষ্ঠিত মসজিদ পাঠাগারে আলমারী প্রদান এবং ৫ হাজার ৪০০ টি পুরাতন পাঠাগারে এক সেট করে বুখারী শরীফ সরবরাহ করা হয়েছে।

৩। ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্প ঃ

ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্প ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর হতে ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম আরো বেগবান করার জন্য এপ্রিল/২০১৬ থেকে মে/২০১৯ মেয়াদে ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন করে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম আরো ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে।

<u>সচিত্র প্রতিবেদন</u>

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
মতবিনিময় সভা
ইসলামে অপব্যাখ্যা রোধ, দ্বীনি দাওয়াত, সম্পদ
ও শরীয়াহ কোড প্রণয়নের আবশ্যকতা
প্রধান অতিথি ঃ ব্যারিস্টার এম. আমিরুল ইসলাম
বিশেষ অতিথি ঃ জনাব এইচ. এম. শামসুদ্দিন
মাননীয় বিচারপতি, আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ
সভাপতি ঃ আলহাজ্জ মিছবাহুর রহমান চৌধুরী
গভর্নর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অব
স্থান ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ
তারিখ ঃ ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৫, বিকাল ৫-০০
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান
শেখ হাসিনা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত
মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের
শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই ও ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের কোর্স সম্পন্নকারী শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের
পবিত্র কুরআন শরীফ বিতরণ উদ্বোধন
প্রধান অতিথি :
শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সভাপতি :
আলহাজ্জ এ্যাডভোকেট মোঃ শাহ্জাহান মিয়া এম. পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র ৪ জুলাই ২০১২
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন জাতীয় শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা
পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান
প্রধান অতিথি : শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সভাপতি : আলহাজ্জ মোঃ শাহজাহান মিয়া এম. পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
স্থান : বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র
তারিখ : ২১ ডিসেম্বর ২০১০ মঙ্গলবার
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
তীয় ইমাম সম্মেলন ২০১১
প্রধান অতিথি : শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সভাপতি : আলহাজ্জ এ্যাডভোকেট মোঃ শাহজাহান মিয়া, এম, পি
১০ মার্চ ২০১২
সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ইমামগণের জাতীয় সম্মেলন-২০১০
শেখ হাসিনা
ডাঃ মজিবর রহমান ফকির
আলহাজ্ব মোঃ শাহজাহান মিয়া
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ৪০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০১৫
জাতীয় ইমাম সম্মেলন এবং শ্রেষ্ঠ ইমাম ও জাতীয় শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
প্রধান অতিথি :
শেখ হাসিনা
২২মার্চ ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ, ০৮ চৈত্র ১৪২১ বঙ্গাব্দ
আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্র, ঢাকা
ফাউন্ডেশন
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]
BICC

১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৯২ তম জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে
শিশু সমাবেশ-২০১২
প্রধান অতিথিঃ এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন এম.পি মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
বিশেষ অতিথিঃ ফজিলাতুন নেসা (ইন্দিরা) এম.পি
এ্যাডভোকেট সানজিদা খানম এম.পি
বেগম আশরাফুননেছা মোশারফ এম.পি
আলহাজ্ব সাফিয়া খাতুন এম.পি
প্রধান বক্তাঃ জনাব সামীম মোহাম্মদ আফজাল, মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
সভাপতি ঃ কাজী হাবিবুল আউয়াল, সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
আয়োজনেঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠিত
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী
প্রধান অতিথি : শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তারিখ - স্থান : ২২ মার্চ ২০১৪ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র
ইসলামিক ফাউ
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মু
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলা

জাতীয় শোক দিবস ২০১০ ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী
উপলক্ষে দেশব্যাপী আয়োজিত হিফজ ও রচনা প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের
পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান
প্রধান অতিথি : জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান
মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সভাপতি : জনাব আলহাজ্ব মোঃ শাহজাহান মিয়া এম.পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Islamic Cultural Programme
Chief Guest :
Professor Dr. Gowher Rizvi
hon'ble Advisor to the Prime Minister
Special Guest :
His Excellency
Dr. Abdullah N Al Bussairy
Ambassador of the Royal Kingdom of Saudi Arabia
:
His Excellency
Mr. Joseph Marino
:
Mr. Kazi Habibul Awal
Secretary, Ministry of Religious Affairs
Chairperson :
Mr. Shamim Mohammed Afzal
Islamic

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ৪১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, জাতীয় খতীব সম্মেলন এবং পুরস্কার
প্রধান অতিথি : শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে সম্মানিত খতীবগনের ভূমিকা ও মসজিদভিত্তিক শিশু ও
গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের শিক্ষকদের দিনব্যাপী দাওয়াতী কর্মশালা এবং
"খতীব সম্মেলন"
প্রধান অতিথি ঃ জনাব আনিসুল হক মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
বিশেষ অতিথি ঃ এডভোকেট. জাহাঙ্গীর কবির নানক এম. পি, ঢাকা-১৩
এবং মোহাম্মদপুর, আদাবর, শেরে-বাংলানগর থানার সম্মানিত কাউন্সিলর বৃন্দ।
প্রধান বক্তা ঃ জনাব সামীম মোহাম্মদ আফজাল মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
বিশেষ বক্তা ঃ হযরত মাওলানা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক আল আযহারী অধ্যক্ষ, মদীনাতুল উলুম কামিল মাদরাসা, তেজগাঁও,ঢাকা।
বিশেষ বক্তা ঃ আলহাজ্ব মোঃ নূরুল ইসলাম রতন কাউন্সিলর, ২৯নং ওয়ার্ড ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
সভাপতি ঃ জনাব নূর মোহাম্মদ আলম পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়।
স্থান ঃ সূচনা কমিউনিটি সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
তারিখ ঃ ৯ মার্চ ২০১৬খ্রিঃ, সময় ঃ বিকাল ৪.৩০মিঃ

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের শিক্ষক ও কেয়ারটেকারদের কর্মশালা,
সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, প্রাক খুতবা পর্যালোচনা, দাওয়াতী মাহফিল ও
খতীব সম্মেলন
প্রধান অতিথি : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আ.হ.ম মুস্তফা কামাল এফ.সি.এ (লোটাস কা
সভাপতি : জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল
বাগমারা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা * তারিখ : ১৩ ফেব্রুয়ারী

প্রেসিডেন্সি অব রিলিজিয়াস এ্যাফেয়ার্স-এর প্রতিনিধি দলের সাথে
দেশবরেণ্য আলেম-ওলামার
মতবিনিময় সভা
প্রধান অতিথি ঃ জনাব বজলুল হক হারুন এম.পি
সভাপতি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
তারিখ ও সময় ঃ ১৮ এপ্রিল ২০১৬, সকাল-১১.০০ টা
স্থান ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, আগারগাঁও
ব্যবস্থাপনায় ঃ গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ এবং দীনী শিক্ষার পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা" শীর্ষক
মতবিনিময় সভা
প্রধান অতিথি ঃ জনাব আসাদুজ্জামান খান কামাল
মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থান ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, আগারগাঁও
ব্যবস্থাপনায় ঃ গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তুরস্কের প্রেসিডেন্সি অব রিলিজিয়াস এ্যাফেয়ার্স-এর প্রতিনিধি দলের সাথে
দেশবরেণ্য আলেম-ওলামার
মতবিনিময় সভা
প্রধান অতিথি ঃ জনাব বজলুল হক হারুন এম.পি
সভাপতি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
ব্যবস্থাপনায় ঃ গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রধান অতিথি : ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী
মাননীয় স্পীকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
বিশেষ অতিথি : জনাব বজলুল হক হারুন এমপি
সভাপতি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান
জনাব মোঃ আব্দুল জলিল
সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভাপতি : অধ্যক্ষ মোঃ মতিউর রহমান

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কনিষ্ঠ পুত্র
শেখ রাসেল এর ৫২ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে
১৮ই অক্টোবর-২০১৬ শিশু-কিশোর সমাবেশে দিনব্যাপী
বিনামূল্যে চিকিৎসা কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস দিবস, ২০১৬
তারিখ ঃ ২৩ জুন ২০১৬
স্থান ঃ বায়তুল মোকাররম সম্মেলন কক্ষ
সময় ঃ বেলা ২-৪টা

আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস দিবস, ২০১৬
তারিখ ঃ ২৩ জুন ২০১৬
স্থান ঃ বায়তুল মোকাররম সম্মেলন কক্ষ
সময় ঃ বেলা ২-৪টা
মন্ত্রণালয়
সংস্থা

Managed & Operated by BSL
(Owner of Ruposhi Bangla Hotel)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ৪০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০১৫
জাতীয় ইমাম সম্মেলন এবং শ্রেষ্ঠ ইমাম ও জাতীয় শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
প্রধান অতিথি :
শেখ হাসিনা
২২মার্চ ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ, ০৮ চৈত্র ১৪২১ বঙ্গাব্দ
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্র, ঢাকা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন শেষে পরিদর্শন খাতায় মন্তব্য লিখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান ।

৭) IMED সচিব জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক খান ২০১২ সালের
প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র পরিদর্শন করে খাতায় মন্তব্য লিখছেন।

আইএমইডির সাবেক সচিব জনাব মোজাম্মেল হক খান মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের একটি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র পরিদর্শন করতঃ পরিদর্শন খাতায় মন্তব্য লিখছেন।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের শিক্ষকদের সমন্বয়ে দিনব্যাপী দাওয়াতী মাহফিল ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মোঃ মতিউর রহমান।

দৈনিক ইত্তেফাক

মা মেয়ে বউ শাশুড়ি পড়ছেন একই ক্লাসে

গৌরনদীর ব্যতিক্রমী শিক্ষাকেন্দ্র

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের একটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে মা মেয়ে ও বউ-শাশুড়ি একই সাথে একই শ্রেণিতে শিক্ষা গ্রহণের পত্রিকা ভিত্তিক দৃশ্য।

Community;র তৈরী মসজিদের সুন্দর, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বিনামূল্যে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে ।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের সহজ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের একজন শিক্ষক পাঠ চর্চা করাচ্ছেন।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে একজন মহিলা শিক্ষিকা পাঠদান করছেন।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের মাস্টার ট্রেইনার ও ফিল্ড সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় সংসদ সদস্য ও সভাপতি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং গভর্ণর, বোর্ড অব গভর্ণরস ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জনাব র.আ.ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী ও বি.এইচ হারুন এমপি।

কমিউনিটির সক্রিয় সহযোগিতায় মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের পোষাক প্রদান করা হয়েছে। এ জন্য সরকারের কোন আর্থিক ব্যয় হয়নি ।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের কোর্স সম্পন্নকারী শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

Community;র তৈরী মসজিদের সুন্দর, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বিনামূল্যে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে ।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন শেষে পরিদর্শন খাতায় মন্তব্য লিখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান ।

আইএমইডির সাবেক সচিব জনাব মোজাম্মেল হক খান মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের একটি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র পরিদর্শন করতঃ পরিদর্শন খাতায় মন্তব্য লিখছেন।

কমিউনিটির সক্রিয় সহযোগিতায় মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের পোষাক প্রদান করা হয়েছে। এ জন্য সরকারের কোন আর্থিক ব্যয় হয়নি ।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে একজন মহিলা শিক্ষিকা পাঠদান করছেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৩৭তম
জাতীয় শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা পুরস্কার ও সনদপত্র
প্রধান অতিথি ঃ শেখ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
এ্যাডভোকেট মোঃ শাহজাহান মিয়া
প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠিত
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী
প্রধান অতিথি : শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তারিখ - স্থান : ২২ মার্চ ২০১৪ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র
ইসলামিক
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ৪০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০১৫
জাতীয় ইমাম সম্মেলন এবং শ্রেষ্ঠ ইমাম ও জাতীয় শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
প্রধান অতিথি :
শেখ হাসিনা
২২মার্চ ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ, ০৮ চৈত্র ১৪২১ বঙ্গাব্দ
আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্র, ঢাকা
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতীয় ইমাম সম্মেলন ২০১১
প্রধান অতিথি : শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সভাপতি : আলহাজ্ব এ্যাডভোকেট মোঃ শাহজাহান মিয়া, এম. পি
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ ঃ

কর্মকান্ডের বিষয়	পরিমাণ/সংখ্যা	মন্তব্য
(ক) ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন ঃ	৮০ টি	ইসলাম প্রচারের সহায়ক
(খ) পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন	১১০ টি	
(গ) আন্তর্জাতিক ক্বিরাত, হিফ্জ ও তাফসীর প্রতিযোগিতার প্রার্থী প্রেরণ	৩২ টি	ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার, ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদযাপন, সাহাবায়ে কিরাম(রা), মুসলিম মনীষী ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের স্মরণ সভা এবং ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, তাফসীর, দরসে হাদীস, বিষয়ভিত্তিক ওয়াজ-মাহফিল, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) প্রভৃতি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও পরিচালনা, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য কিরআত ও হিফয প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী বাছাইসহ ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।
(ঘ) চাঁদ দেখা কমিটির সভা বাস্তবায়ন	৪৮ টি	
(ঙ) বিষয় ভিত্তিক আলোচনা সভা	১৩০০	
(চ) সেমিনার ও বিশেষ ওয়াজ মাহফিল	৬০ টি	
(ছ) দুর্নীতি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ কার্যক্রমে ভূমিকা	৭০ টি	দুর্নীতি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক
(জ) বিদেশী মেহমানদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন এবং তেলাওয়াতের জন্য আয়াত ও কারী নির্বাচন	৯৭ টি	--
(ঝ) মাহে রমযানে তাফসীর মাহফিল	১২০ টি	রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরতে সহায়ক
(ঞ) জুমু'আ পূর্ব আলোচনা	২০৮ টি	ইসলাম প্রচার, প্রসার ও সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সহায়ক
(ট) ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভাষা ইনস্টিটিউট	৩২০ টি	--
(ঠ) ও আই সি ফিকাহ একাডেমী ও আল আযহারের সাথে যোগাযোগ	১৮টি	বিভিন্ন সংস্থার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক
(ড) হজ্জযাত্রী সংগ্রহ ও তাদের প্রশিক্ষণ	৬৫৬ টি	সরকারী হজ্জনীতি বাস্তবায়ন
(ঢ) ঈদের জামাআতের ব্যবস্থাপনা ঃ জাতীয় ঈদগাহ সহ	৪৮ টি	--
(ণ) অন্যান্য সংস্থায় ওলামা ও বিচারক প্রেরণ	৩৫	ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক
(ত) আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও কর্মশালায় প্রতিনিধি প্রেরণ	২৫	
(থ) মহিলা শাখার কার্যক্রম	২৪০ টি	মহিলাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও প্রসার